০৪ জুন ২০১৬, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বাজেটে উপকূলবাসী এবং রোয়ানুতে ক্ষতিগ্রস্তদের উপেক্ষা করায় নাগরিক সমাজের সমালোচনা

উপকূল রক্ষায় বাঁধ নির্মাণকে ২০১৬-১৭ বাজেটে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রকল্প হিসেবে গ্রহণের দাবি

ঢাকা, ৪ জুন ২০১৬। দেশের ২৪টি উপকূলীয় জেলার প্রায় ৪ কোটি মানুষের দাবি ও প্রয়োজনের প্রতি বাজেটে একবোরেই কোনও প্রতিফলন না থাকায় অর্থমন্ত্রী এবং সরকারের সমালোচনা করেছেন ২৮টি কৃষক, শ্রমিক ও অধিকারভিত্তিক নাগরিক সংগঠন। তারা আজ জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত **জাতীয় বাজেট ২০১৬-১৭ঃ উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জরুরি চাহিদা (বাঁধ সুরক্ষা) ও দাবিসমূহ উপেক্ষিত, শুধু প্রবৃদ্ধির অবকাঠামো নয়, উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর সুরক্ষায়স্থায়ীত্বশীল অবকাঠামো চাই** - শীর্ষক এক মানব বন্ধন এবং সমাবেশ থেকে তাদের ক্ষোভের কথা তুলে ধরেন। তারা বলেন, বজেটে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দেশে নেতিবাচক যে প্রভাব পড়ছে তার বিষয়ে কোনও উল্লেখ নেই। উল্লেখ নেই সম্প্রতি রোয়ানু ঘূর্ণিঝড় দেশের উপকূলীয় এলাকায় যে তাণ্ডব চালিয়ে গেছে তার কথা। এই ঝড় উপকূলীয় এলাকায় ২৩টি মৃত্যুসহ ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে। এসব এলাকার মানুষ, বিশেষ করে কুতুবদিয়া দ্বীপের অনেক মানুষ এখনও খোলা আকাশের নিচে বসবাস করছে যারা বিশুদ্ধ খাবার পানির সংকটেও ভুগছে।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে উপকূলীয় এলাকাকে রক্ষা করা জন্য কনক্রিট বাধের মতো স্থায়ী-টেকসই ব্যবস্থার দাবি করেন এবং উপকূলের জমি রক্ষা এবং এই এলাকার মানুষদেরকে বন্যা-জোয়াভাটার হাত থেকে রক্ষার জন্য বাজেটে অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণের দাবি জানানো হয়।
আয়োজকদের পক্ষ থেকে অবস্থানপত্র তুলে ধরেন ইক্যুইটিবিডি'র সৈয়দ আমিনুল হক, এই অবস্থান পত্রে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট দাবি উত্থাপন করা হয়, এগুলো হলো: (১) ঘূর্ণিঝড় এবং জোয়ারের পানি থেকে কুতুবদিয়াসহ কক্সবাজার জেলাকে রক্ষার জন্য ৬.৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা, (২) নদী ভাঙ্গন থেকে ভোলা জেলাকে রক্ষা করতে ৬ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা, (৩) পানি উন্নয়ন বোর্ডে দায়িত্বপ্রাপ্তদের জনমুখী মনোভাব গড়ে তোলা এবং জেলা পরিষদ এবং স্থানীয় সরকারের নিকট জবাবদিহি করার ব্যবস্থা করা, (৪) বিশেষ নির্মাণ কাজগুলো, বিশেষ করে কক্সবাজার এবং ভোলায় বাধ নির্মাণ কাজে সেনাবাহিনীকে যুক্তকরণ, (৫) উপকূলীয় এলাকা রক্ষায় আগামী অর্থ বছরে বাধ নির্মাণকে অগ্রাধিকার ভিত্তিক মেগা প্রকল্প হিসাবে গ্রহণ করা।

মানব বন্ধন ও সমাবেশ সঞ্চালনা করেন ইক্যুইটিবিডি'র মোস্তফা কামাল আকন্দ। এতে আরও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশনের এডভোকেট শফিকুল ইসলাম স্বপন,কোস্ট ট্রাস্টের রেজাউল করিম চৌধুরী, বাংলাদেশ কিষাণী সভার জাহানারা বেগম, বাংলাদেশ কৃষি ফার্ম শ্রমিক ফেডারেশনের মো. আব্দুল মজিদ, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের মিহির বিশ্বাস,বাংলাদেশ ভূমিহীন সমিতির সুবল সরকার, উন্নয়ন ধারা ট্রাস্টের আমিনুর রসুল বাবুল, যুব কৃষক ইউনিয়নের মহিন হওলাদার। কোস্ট ট্রাস্টের নেতৃত্বে মানব বন্ধন ও র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারী সংগঠনগুলো হলো: অনলাইন নলেজ সোসাইটি, অর্পণ, উদ্দীপন, উদয়ন বাংলাদেশ, উন্নয়ন ধারা ট্রাস্ট, এসডিএস, কোস্ট ট্রাস্ট, কৃষাণী সভা, গ্রামীন জন উন্নয়ন সংস্থা, জাতীয় কৃষাণী শ্রমিক সমিতি, জাতীয় শ্রমিক জোট, ডাক দিয়ে যাই, ডোক্যাপ, দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা, নলসিটি মডেল সোসাইটি, পালস্, পিরোজপুর গণ উন্নয়ন সমিতি, প্রান, প্রান্তজন, পিএসআই (PSI) বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন (জাই), বাংলাদেশ ভূমিহীন সমিতি, বাংলাদেশ কৃষি ফার্ম শ্রমিক ফেডারেশন, লেবার রিসোর্স সেন্টার, সংকল্প ট্রাস্ট, সংগ্রাম, সিডিপি ও হিউমিনিটি ওয়াচ।

সমাপনী বক্তব্যে রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ভবিষ্যত সংকটের কথা বিবেচনা করে এখনই সরকারকে প্রতিরক্ষামুলক বা অভিযোজন মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, তা করা না হলে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে বাস্তবায়িত অবকাঠামোগত উন্নয়নও বিপর্যস্ত হয়ে যাবে।

প্রতিবেদন তৈরি
মোস্তফা কামাল আকন্দ, মোবাইল: ০১৭১১৪৫৫৫৯১
রেজাউল করিম চৌধুরী , মোবাইল: ০১৭১১৫২৯৭৯২